দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN 18 1999 ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

84

বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড
২ নং অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং-পরী/১৭৪/৩/দা-৯৯ তাং- ১৭-১-৯৯ ইং

বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ, কম্পিউটারের যুগ। সাধারণ শিক্ষায় SSC ও HSC পরীক্ষায় ইতোমধ্যে সফলতার সাথে কম্পিউটারায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে। ১৯৯৯ সন থেকে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা কম্পিউটারায়ন পদ্ধতিতে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

কোডিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফলকে বস্তুনিষ্ঠ, ত্রুটিমুক্ত, গোপনীয়তা রক্ষা এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সন হতে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলছে।

ইতোমধ্যে সারাদেশব্যাপী সকল মাদ্‌রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিবসহ দশজন শিক্ষককে কম্পিউটার পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের SIF পূরণ, কোড নম্বরের ব্যবহার, পরীক্ষার উত্তরপত্রে টপ পোরশন (Top Portion) ছিঁড়ে করোগেটেড সিটের বক্সে করে সরাসরি কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রেরণ, পরীক্ষক কর্তৃক বান্ডেলকৃত উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বৃত্ত ভরাটের মাধ্যমে নম্বর প্রদান, প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক মিডল পোরশন (Middle Portion) ছিঁড়ে করোগেটেড বক্সে কম্পিউটার কেন্দ্রে প্রেরণসহ এ পদ্ধতির নিয়ম-কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কম্পিউটার পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীর SIF পূরণ, প্রবেশপত্রে রোল নম্বর, টেবুলেশন, মার্কশীট ও সার্টিফিকেট দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হবে। এ পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল Database করে রাখা হবে। প্রয়োজনে এই ফলাফল ON Line-এর মাধ্যমে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া যাবে এবং সরকার প্রয়োজনে যে কোন ফলাফল যাচাই করতে পারবেন।

বর্তমানে প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন অনিয়ম, ডুপলিকেট রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি জটিলতা সৃষ্টির সুযোগ থাকায় বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ১৯৯৯ সন হতে দাখিল নবম শ্রেণী, আলিম, ফাযিল ও কামিল প্রথম বর্ষের (২০০১ সালে পরীক্ষা দিবে) ছাত্র/ছাত্রীদের নাম রেজিস্ট্রেশন RIF-এর মাধ্যমে অর্থাৎ কম্পিউটার পদ্ধতিতে চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে নির্ধারিত তারিখের পর কোন অবস্থাতেই কোন শ্রেণীতে ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না।

কম্পিউটারায়ন পদ্ধতিতে ছাত্র/ছাত্রীদের নাম রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ, প্রবেশ পত্র ইস্যু, রোল নম্বর বসানো, ফলাফল তৈরী, নম্বরপত্র ও সনদপত্র ইস্যু বর্তমানে চালু পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং এতে খরচ কম হবে, তথা জাতীয় সম্পদের সাশ্রয় হবে।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, প্রচারমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

প্রফেসর মোঃ মতিউর রহমান
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

পি-৬০/৯৯